আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা

গবেষণা সিরিজ-৩৯

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1333-5

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০২৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	মানবজাতির বিরুদ্ধে ইবলিসের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কুরআনের তাত্ত্বিক বর্ণনা	২৮
৬	মানবজাতির দুনিয়ার জীবনের মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কিত কুরআনে উল্লিখিত জীবন্তিকা	৩০
৭	জীবন্তিকাটির মূল সংলাপসমূহ এবং তার শিক্ষা	৩১
৮	তাওবা কবুলের পরেও আদম ও হাওয়া আ. তথা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের কারণ	৭২
৯	জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখার বিষয়ে ইসলাম	৭৩
১০	আল কুরআনে উল্লিখিত অন্যান্য জীবন্তিকা	৭৬
১১	ইসলামসম্মত জীবন্তিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ	৭৭
১২	ইবলিস ও তার দোসরদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে শান্তিময় করতে বর্তমান মানবজাতিকে যা করতে হবে	৭৮
১৩	শেষ কথা	৭৯

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তা'য়ালা, মানবজাতির পিতা প্রথম মানুষ আদম আ., মানবজাতির মাতা হাওয়া আ., সকল মানবরূহ, ফেরেশতাকুল, সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন এবং মানবজাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী) ইবলিস শয়তানের মধ্যকার কিছু সংলাপ কুরআনের বিভিন্ন সুরায় ছড়িয়ে আছে। সংলাপগুলো একত্র করলে এক অপূর্ব জীবন্তিকা রচিত হয়। জীবন্তিকাটি রচনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ ও মঞ্চায়িত হয়েছে শাহী দরবার ও জান্নাতে, মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বে। তাই, জীবন্তিকাটিতে সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানবসভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। সহজে বোঝানোর জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে মঞ্চায়ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংলাপগুলো কেউ মালা না গাঁথায় বোঝা যায়নি যে, এটি এক অপূর্ব জীবন্তিকা। মানবজাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্য জীবন্তিকাটিতে আছে। আশাকরি এ জীবন্তিকার তথ্য মানবজাতি ও মুসলিমদের ব্যাপক উপকারে আসবে। আর এ তথ্য দিয়ে সত্যিকার কোনো জীবন্তিকা বা চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারলে তা মানবজাতির জন্য মহা কল্যাণকর হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল স.-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/ Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ. তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অর্থের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসূল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসূলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসূলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসূলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসূল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো নিম্নরূপ–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বোঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াত হলো উদাহরণের আয়াত। রসুলুল্লাহ স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি **এবং** সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–

উদাহরণ-১

- **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই, চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

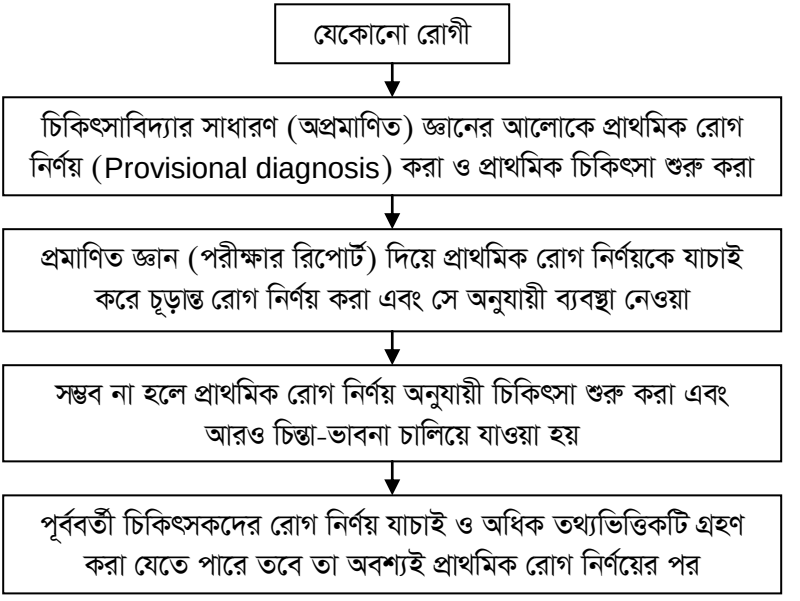

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়ীতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

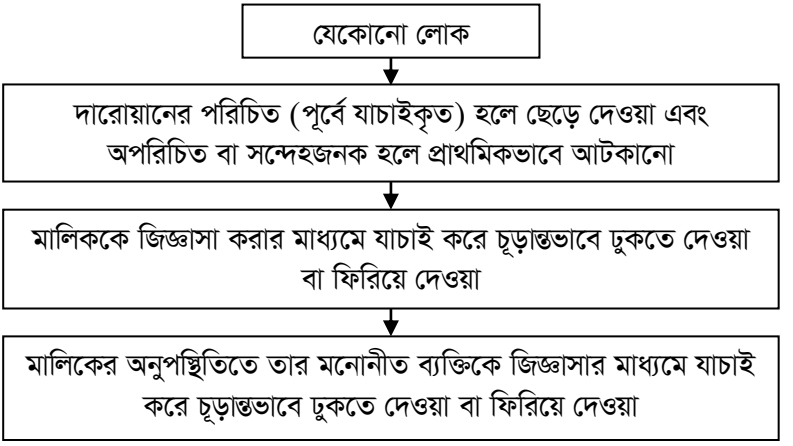

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

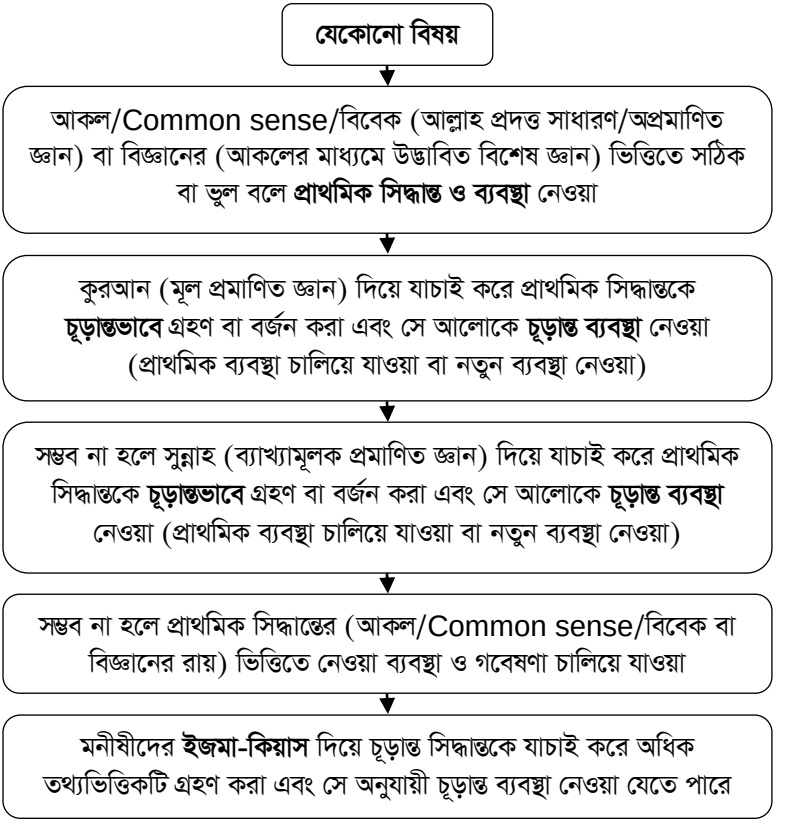

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকধারী ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ

بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

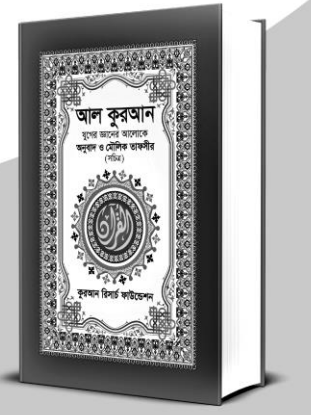

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

মানবজাতির বিরুদ্ধে দুনিয়ার জীবনে থাকা মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্য **তাত্ত্বিক** ও **জীবন্তিকা** আকারে আসমানি গ্রন্থে আছে। জীবন্তিকাটি মঞ্চায়িত হয়েছে আল্লাহর শাহী দরবারে, মানুষ দুনিয়ায় পাঠানোর আগে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানবসভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে শুধু সে জীবন্তিকাটি নির্ভুলভাবে আছে। তাত্ত্বিক বিষয়টি সহজে বোঝানোর জন্য জীবন্তিকার সংলাপ আকারে কুরআনে আবার উপস্থাপন করা হয়েছে। আল কুরআনে অনেক তথ্য জীবন্তিকার সংলাপ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে আলোচ্য জীবন্তিকাটি সবচেয়ে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ। জীবন্তিকাটির সংলাপ কুরআনের বিভিন্ন সুরাতে ছড়ানো আছে। আমরা সেগুলো একত্রিত করেছি। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বইগুলোতে জীবন্তিকাটির শিক্ষাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী
যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

সনদ ও মতন সহীহ
ছাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

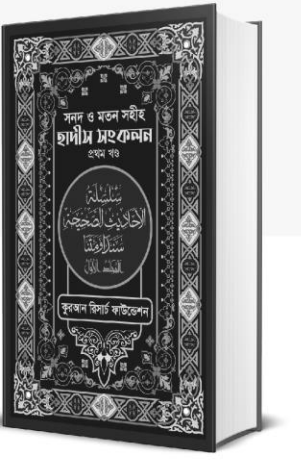

মানবজাতির বিরুদ্ধে ইবলিসের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কুরআনের তাত্ত্বিক বর্ণনা

মানবজাতির দুনিয়ার জীবনের মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তাত্ত্বিক বর্ণনা কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রতারিত না করে যেভাবে সে তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল। সে তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল। নিশ্চয় সে এবং তার দল তোমাদের দেখে এমন স্থান থেকে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমরা শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছি যারা ঈমান আনে না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রতারিত না করে যেভাবে সে তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল' অংশের ব্যাখ্যা– বক্তব্যটির মাধ্যমে জান্নাতে মঞ্চায়িত জীবন্তিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষকে ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস/ধোঁকাবাজি থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ইবলিস শয়তান তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে, মনের বিতর্কে মানুষের আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়া আ.-কে প্রতারিত করে জান্নাত থেকে নামিয়ে দিয়েছিল।

'সে তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল' অংশের ব্যাখ্যা– এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জান্নাতে থাকার সময় ইবলিস তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের আদি পিতামাতার জ্ঞানের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল। অর্থাৎ ইবলিস জান্নাতে আদম ও হাওয়া আ.-কে মনের বিতর্কে লজ্জাকরভাবে হারিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালা নিজে সরাসরি আদম ও হাওয়া আ.-কে জান্নাতের সকল খাবার খেতে বলেছিলেন এবং একটি গাছের

ধারে-কাছেও যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ইবলিস তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে আদম ও হাওয়া আ.-কে সে গাছের কাছে নিয়ে ফল খাইয়ে দিয়েছিল।

ইবলিসের মাধ্যমে আদম ও হাওয়া আ.-এর শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ না করার দলিল হলো–

ক. শয়তানকে মানুষের শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করা বা শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শয়তানকে শুধু মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

খ. ভুল বা অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কোনো বিধান ইসলামে নেই।

গ. সুরা ত্ব-হার ১১৮ নং আয়াতে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে উলঙ্গ থাকবে/হবে না।

ঘ. আয়াতটির আগের আয়াতে (২৬নং আয়াত) মহান আল্লাহ জ্ঞানের পোশাকের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন এভাবে– বস্তুগত পোশাকের চেয়ে জ্ঞানের পোশাক অধিক উত্তম।

ঙ. বিতর্কে কাউকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেওয়া বিষয়টি প্রচারের একটি জনপ্রিয় প্রবাদবাক্য/খনার বচন (Phrase) হলো– উলঙ্গ করে ফেলা/দেওয়া।

'নিশ্চয় সে এবং তার দল তোমাদের দেখে এমন স্থান থেকে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না' অংশের ব্যাখ্যা– ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা তথ্যসন্ত্রাস করে মানুষের জ্ঞানের চোখ এমনভাবে অন্ধ করে দেবে যে মানুষ আল্লাহর কিতাবের তাদের করা মিথ্যা ব্যাখ্যা বা অনুবাদ ধরতেও পারবে না। কিন্তু তাদের জ্ঞানের চোখে ঐ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ তথ্যসন্ত্রাস।

'নিশ্চয় আমরা শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছি যারা ঈমান আনে না' অংশের ব্যাখ্যা– ঈমান আনা কথাটির মূল অর্থ হলো পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও সে জ্ঞান বিশ্বাস করা। তাই, এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– শয়তান তথ্যসন্ত্রাস কবলিত করে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য জানা ও মানার ব্যাপারে উলঙ্গ করা ধরনের অবস্থানে নিতে এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা– আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া নীতিমালা অনুসরণ করে সরাসরি মূলভাষা বা অনুবাদ পড়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে না। অন্যকথায় যারা আল্লাহর কিতাবের অন্যের ব্যাখ্যা (তাফসীর) বা অনুবাদ অন্ধভাবে মেনে নিয়ে জীবন পরিচালনা করবে তারা জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে।

মানবজাতির দুনিয়ার জীবনের মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কিত কুরআনে উল্লিখিত জীবন্তিকা

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।

ঘটনার সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে।

ঘটনার স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।

জীবন্তিকাটিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন :

১. আল্লাহ তা'য়ালা– মূল ভূমিকা
২. মানবজাতির পিতা– প্রথম মানুষ ও নবী আদম আ.
৩. মানবজাতির মাতা– হাওয়া আ.
৪. সকল মানবরূহ
৫. ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানবজাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)– ইবলিস শয়তান।

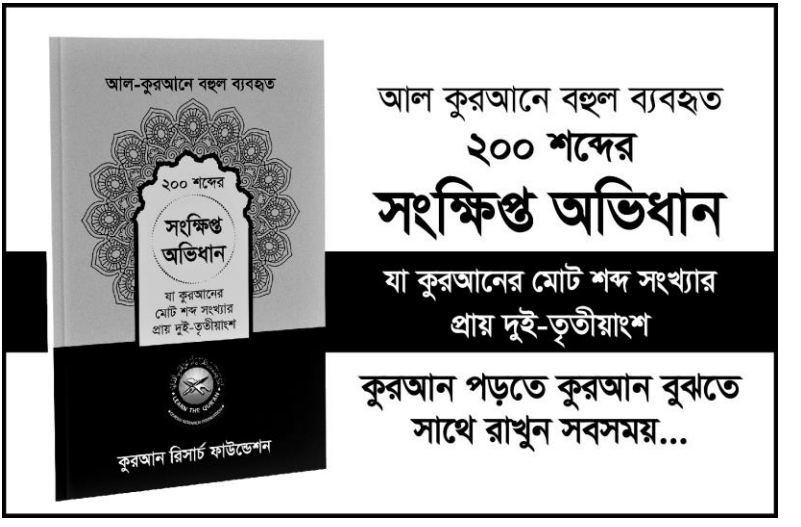

জীবন্তিকাটির মূল সংলাপসমূহ এবং তার শিক্ষা

জীবন্তিকাটির প্রথম সংলাপ

আল্লাহর কথা

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ط ....

আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০)

সংলাপটি থেকে শিক্ষা

নিয়োগ দেওয়া প্রতিনিধিকে সকল মালিক যে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন তা হলো–

১. প্রতিনিধি করে প্রেরণের উদ্দেশ্য।
২. প্রতিনিধিত্বের পাথেয় (প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দরকারী বিষয়/বিষয়সমূহ)।
৩. প্রতিনিধিত্বের নিয়ম-নীতি।
৪. খাদ্য তালিকা।
৫. বিপদ-আপদ।
৬. ষড়যন্ত্র।
৭. প্রতিনিধিত্বের সময়কাল।
৮. কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ।
৯. কর্মকাণ্ডের হিসেব।
১০. পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি।

তাই, জীবন্তিকাটির মূল চরিত্রে অবদান রাখা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রথম সংলাপে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) ঘোষণা দিয়ে মানুষের মানসপটে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সর্বক্ষণ থাকার বিষয়ে ভূমিকা রাখে। এর ফলে মানুষের মনে তাকে দুনিয়ায় প্রেরণের একটি উদ্দেশ্য থাকার বিষয়টিসহ দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, সময়কাল ইত্যাদি সর্বক্ষণ জাগ্রত থাকবে এবং সমাজ শান্তিময় হবে।

মানুষের মানসপট থেকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওপরে বর্ণিত তথ্যগুলো সরিয়ে দেওয়ার জন্য বর্তমান যুগের ষড়যন্ত্র–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ..... ط

And (remember) when your lord said to the angels : Verily, I am going to place (mankind) generation after generation on earth.

(স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, বস্তুত আমি পৃথিবীতে বংশানুক্রমে (মানুষ) পাঠাতে যাচ্ছি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ الْأَرْضِ .....

And it is He Who has made you generations, replacing each other on the earth.

আর তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে তোমাদের বংশানুক্রমে এক জনকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

(THE NOBLE QURAN, King Fahd complex for the printing of Holy Quran, Date- Hijri 21.11.1404 (1983). By Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. (Former professor of Islamic faith and teachings, Islamic University, Al-Madina Al-Munawwarah) And Dr. Muhammad Muhshin Khan. (Former director, University Hospital, Islamic University, Al-Madina Al-Munawwarah)

পর্যালোচনা : THE NOBLE QURAN-এ উল্লিখিত দুটিসহ যে সকল আয়াতে خَلِيفَةً শব্দ আছে তার সবখানে অনুবাদ লেখা হয়েছে বংশানুক্রম। আর যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে মানুষকে আল্লাহর خَلِيفَةً বলা শিরক।

আরবী অভিধান অনুযায়ী خَلِيفَةً শব্দের দুটি প্রধান অর্থ হলো– প্রতিনিধি এবং বংশানুক্রম। তাই, خَلِيفَةً শব্দের অনুবাদ বংশানুক্রম লিখলে আভিধানিক দিক থেকে ভুল না হলেও কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করার নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক হবে না। কারণ, কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরের ১ নম্বর মূলনীতি হলো– আল কুরআনের একটি শব্দের একাধিক অর্থ হলে সে অর্থটিই

নিতে হবে যেটি নিলে অন্য কোনো আয়াত বা কুরআনের সার্বিক দর্শনের বিপরীত না হয়।

উদাহরণ স্বরূপ কদর বা তাকদীর শব্দকে উল্লেখ করা যায়। শব্দ দুটির আভিধানিক তিনটি প্রধান অর্থ হলো– ভাগ্য, প্রোগ্রাম (নীতিমালা, বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন) এবং মর্যাদা। আল কুরআনের যত আয়াতে কদর বা তাকদীর শব্দ দুটি এসেছে সবখানে এ তিনটি অর্থের যেকোনো একটি বসিয়ে দিলে তা মোটেই সঠিক হবে না। সুরা কদরে থাকা কদর শব্দের অর্থ হবে মর্যাদা। অন্য সকল স্থানে এর অর্থ হবে প্রোগ্রাম (নীতিমালা, বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন)। আর কোথাও এর অর্থ ভাগ্য হবে না। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের **'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-১৭) বইটি পড়লে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে।

পর্যালোচনা করলে যা পাওয়া যায় তা হলো–

১. দু/একটি আয়াতে خَلِيفَة শব্দটির অর্থ বংশানুক্রম নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্য স্থানে শব্দটির এ অর্থ নেওয়া, অনুবাদ বা তাফসীরের মূলনীতি অনুযায়ী সঠিক হবে না।

২. خَلِيفَة শব্দের অর্থ প্রতিনিধি ধরলে শিরক তথা আল্লাহর সাথে অংশীদার করা হয় যুক্তি সঠিক নয়। কারণ–
   ক. খেলাফাতের দায়িত্ব কোনো একজন মানুষকে দেওয়া হয়নি। সকল মানুষকে দেওয়া হয়েছে।
   খ. আল্লাহ তা'য়ালার রূহের একটি অংশ সকল মানুষের মধ্যে আছে, যা তিনি ফুঁকের মাধ্যমে দিয়েছেন। (সুরা আল হিজর/১৫ : ২৯)।
   গ. মনিবের মাধ্যমে কাউকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া শিরক হয় না। তাহলে মানুষকে নবী বা রসুল বলাও শিরক হবে (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, নবুওয়াত বা রিসালাতের দায়িত্ব আরও অনেক বড়ো দায়িত্ব।

৩. জীবন্তিকাটির পরবর্তী সংলাপসমূহের মাধ্যমে মানবজাতির পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার সাথে সম্পর্কযুক্ত বেশকিছু মৌলিক বিষয় এবং মূল ষড়যন্ত্র স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সকল বিষয় আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্বের সাথে বেশি যায়।

৪. خَلِيفَة শব্দের অর্থ প্রতিনিধি ধরলে আয়াত থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা রাজতন্ত্রের প্রতি হুমকি। এটি خَلِيفَة শব্দের অর্থ পাল্টানোর পেছনে কোনো ভূমিকা রেখেছে কি না তা সকলের ভেবে দেখা দরকার।

পরবর্তী ২টি সংলাপ

ফেরেশতাকুলের জিজ্ঞাসা ও আল্লাহ তা'য়ালার উত্তর

- **ফেরেশতাকুলের জিজ্ঞাসা**

…… …… قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ …… ……

… … … তারা বললো– আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাতে যাচ্ছেন যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও আপনার মহিমা ঘোষণা করছি। … … …

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০)

- **আল্লাহ তা'য়ালার কথা**

…… …… قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

তিনি বললেন– নিশ্চয় আমি (সে বিষয়ে) অধিক জানি যা তোমরা জানো না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০)

সংলাপ ২টি থেকে শিক্ষা : মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ৪ ভাগে বিভক্ত–

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায়/মানবাধিকার/ বান্দার হকমূলক কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

সংলাপ ২টির মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে দুটি বিষয়কে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে–

১. ন্যায়-অন্যায়/মানবাধিকার/বান্দার হক বিভাগের অন্যায় কাজসমূহ।

২. উপাসনা বিভাগের কাজসমূহ।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

পরবর্তী কাজ ও সংলাপ

আল্লাহর কাজ ও কথা

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ . فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ .

আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। তারপর যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে। (সুরা আল হিজর/১৫ : ২৮, ২৯)

পরবর্তী বিষয়

ফেরেশতাকুল ও ইবলিসের কাজ

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ . اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ .

অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করলো (সম্মান প্রদর্শন করলো)। ব্যতিক্রম ছিল ইবলিস! সে সিজদাকারীদের (সম্মান প্রদর্শনকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত হলো না। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩০, ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির সিজদা হলো রূহের জগতের প্রথম সিজদা। দ্বিতীয় সিজদার কথা পরে আসছে।

বিষয়টি হাদীসে এসেছে এভাবে–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي دَعْوَةٍ ، ... ... وَقَالَ : أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ، ... ... فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُو كُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ .....

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইসহাক ইবন নসর রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সঙ্গে এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। ... ... তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতির সরদার হবো। তোমরা কি জানো আল্লাহ কীভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করবেন? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সবার কাছে পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। ... ... তখন সকলে তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানবজাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজদাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন ... ... ।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩১৬২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

আলোচ্য সংলাপ ও কাজ থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

প্রথম মানুষটি কাদা-মাটি তথা মাটির মৌলিক উপাদান (কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন) থেকে সৃষ্টি।

শিক্ষা-২

মানুষের জীবনী শক্তি হলো আল্লাহ তা'য়ালার রূহের একটি অংশ। এ শক্তিটি 'ফুঁক' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা-৩

আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা আল্লাহর আদেশ পালনকারী হবে।

পরবর্তী সংলাপ

আল্লাহর কাজ ও জিজ্ঞাসা এবং সকল মানবরূহের উত্তর ও জিজ্ঞাসা

وَ اِذۡ اَخَذَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَنِیۡۤ اٰدَمَ مِنۡ ظُهُوۡرِهِمۡ ذُرِّیَّتَهُمۡ وَ اَشۡهَدَهُمۡ عَلٰۤی اَنۡفُسِهِمۡ ۚ اَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡ ؕ قَالُوۡا بَلٰی ۚۛ شَهِدۡنَا ۚۛ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنۡ هٰذَا غٰفِلِیۡنَ . اَوۡ تَقُوۡلُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَشۡرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنۡ قَبۡلُ وَ كُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ ۚ اَفَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الۡمُبۡطِلُوۡنَ .

আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের যুহুর থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী থাকলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা আগে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (আমাদের পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের যুহুর থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন' অংশের ব্যাখ্যা– আরবী অভিধান অনুযায়ী যুহুর হলো মানুষের বুকের ও পাঁজরের হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের পিঠের দিক। এটি হলো– ভ্রূণ অবস্থায় মানুষের প্রজনন অঙ্গের শারীরিক অবস্থান (Anatomical position)। তাই, আয়াতাংশটি বুঝতে হলে মানব শারীরবিজ্ঞান জানতে হবে। আর তাই বলা যায়– এ কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মানব শারীরবিদ্যা শেখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। তাই, চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ে শিক্ষা নিয়ে চিকিৎসক হতে হলে সকলকে সর্বপ্রথম লাশ কেটে মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জানা বাধ্যতামূলক। কুরআনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। তাই, কুরআন থেকে সঠিক শিক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালনা করতে হলে মানব শারীরবিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে।

'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের 'রব' নই? তারা বললো, অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ, প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানবরূহের কাছ থেকে তাকে 'রব' হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানবরূহ স্বেচ্ছায় তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

'(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরোধী কবীরা গুনাহ করেছি)' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে সকল

মানবরূহের কাছ থেকে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১নং কারণটি জানানোর মাধ্যমে প্রথম অঙ্গীকার কী বিষয়ে নেওয়া হয়েছিল তা জানানো হয়েছে।

আয়াতাংশে অঙ্গীকার নেওয়ার কারণ বলা হয়েছে– মানুষ যেন দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে কিয়ামতের দিন বলতে না পারে তারা রুবুবিয়াত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। তাই রুবুবিয়াত বিরোধী নানা কবীরা গুনাহ (বড়ো গুনাহ) করেছে। এ কথা বলার সুযোগ থাকলে রুবুবিয়াতের বিরোধী কাজ (গুনাহ) করার জন্য মানুষকে দায়ী করা ও শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হতো না। কারণ, জানতে না পারার দরুন কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচারের বিরোধী।

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে– আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার (সাধারণ ও আইন বানানোর ক্ষমতা) ধরনের সকল তৌহিদ (একত্ববাদ) এবং আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রুবুবিয়াতের সকল বিষয় জানানো/শেখানোর পর মানবরূহের কাছ থেকে তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন কি না।
এ প্রশ্নের উত্তর– রুবুবিয়াতের সকল বিষয় জানানো/শেখানোর পর মানবরূহের কাছ থেকে তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি। বিষয়টি জানা যায় নিম্নের আয়াতসমূহ থেকে–

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

(আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে আগে জানতো না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : 'মানুষ আগে জানতো না' কথাটির অর্থ হলো– রূহের জগতে বা জন্মগতভাবে মানুষকে শেখানো হয়নি। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত এমন বিষয় জানানো হয়েছে যা রূহের জগতে শেখানো হয়নি। তবে রূহের জগতে যা শেখানো হয়েছে তাও আল্লাহর কিতাবে আছে।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ .

যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা আগে জানতে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা আগে জানতে না' অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– রসুল মুহাম্মাদ স. রুবুবিয়াত সম্পর্কিত এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা রূহের জগতে মানুষকে শেখানো হয়নি। তবে রূহের জগতে যা শেখানো হয়েছে তাও তিনি শেখাবেন।

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর কাছ থেকে যুগে যুগে পথনির্দেশিকা (কিতাব) পৃথিবীতে যাবে, যারা সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তথা জানবে ও মানবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না। কারণ, ঐ পথনির্দেশিকায় রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল তথ্য উল্লেখ থাকবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত ৩টি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– রূহের জগতে মানবরূহের কাছ থেকে আল্লাহ 'রব' হওয়ার অঙ্গীকার নেওয়ার সময় রুবুবিয়াতের সকল বিষয় জানানো/শেখানোর পর অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি।

তাই, আলোচ্য আয়াতাংশের সার্বিক ব্যাখ্যা হলো–

১. রূহের জগতে মহান আল্লাহ সকল মানবরূহের কাছে তাঁকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চান। সকল মানবরূহ স্বেচ্ছায় সে অঙ্গীকার দেয়।
২. ঐ অনুষ্ঠানে রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তৌহিদ বিয যাত) সরাসরি শেখানোর পর তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়।
৩. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেছিলেন– যুগে যুগে আমার কাছ থেকে রুবুবিয়াতের সকল বিষয় ধারণকারী গ্রন্থ (কিতাব) পৃথিবীতে যাবে। ঐ গ্রন্থ পড়ে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল বিষয় না

জানলে রুবুবিয়াত বিরোধী নানা ধরনের কবীরা গুনাহ করে মানুষকে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আর পরকালে এসে ধ্বংস হতে হবে (পরের আয়াতে ধ্বংস শব্দটি আছে) তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, আমার প্রেরিত গ্রন্থের জ্ঞানার্জন ও তা অনুসরণ করার অঙ্গীকার চাচ্ছি। সকল মানবরূহ এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহকে দিয়েছিল। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

'অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা আগে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টরা (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে রূহের জগতে সকল মানবরূহ থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি জানানোর মাধ্যমে অঙ্গীকার নেওয়ার অন্য বিষয় কী ছিল তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা কোনো মানুষের থাকবে না। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানানো অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি হলো– দুনিয়া থেকে ফিরে এসে কিয়ামতের দিন মানুষ যেন আল্লাহর কাছে এটি বলে আবেদন করতে না পারে যে, 'রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো, অন্ধঅনুসরণ (তাকলীদ) করে আমরা তা করেছি। অতএব পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের গুনাহর কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না'। এ আবেদন করার সুযোগ থাকলে ঐ সকল শিরকের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হয় না।

কোনো বিষয়ে একজন মানুষের অন্যের অন্ধঅনুসরণ করা লাগে ঐ বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান না থাকলে। তাই বলা যায়, এ আয়াতে রুবুবিয়াতের তৃতীয় একটি বিষয় সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল এভাবে– মহান আল্লাহ বলেছিলেন বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধঅনুসরণ করলে নানা ধরনের শিরক করে মানুষকে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আর পরকালে এসে ধ্বংস তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, রুবুবিয়াতের বিষয়ে অন্যের অন্ধঅনুসরণের মাধ্যমে শিরক করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি জ্ঞানের উৎস আমি দেবো যা সকলের কাছে সবসময় থাকবে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার সময় ঐ উৎসের রায়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার সকলের কাছে চাচ্ছি। সকল মানবরূহ এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহকে দিয়েছে।

সারমর্ম হিসেবে বলা যায়– রূহের জগতের তৃতীয় অঙ্গীকারটি ছিল সকলের কাছে সবসময় থাকা আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দিয়ে রুবুবিয়াত বিরোধী শিরক (ও অন্যান্য বড়ো) বিষয়ে অপর মানুষের অন্ধঅনুসরণ করে ধ্বংস (দুনিয়ায় চরম অশান্তি ও পরকালে চিরকালের জন্য জাহান্নামী) না হওয়ার অঙ্গীকার।

{অন্ধঅনুসরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'অন্ধঅনুসরণ, সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।}

আলোচ্য সংলাপ ও কাজ থেকে শিক্ষা

আল্লাহ তা'য়ালার সাথে করা অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে হবে–

১. আল্লাহর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তাওহীদ বিয যাত) মেনে চলা।
২. মূলভাষা বা অনুবাদ সরাসরি পড়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন করা।
৩. আল্লাহ প্রদত্ত এবং সকলের কাছে সবসময় থাকা জ্ঞানের উৎসটিকে (আকল/Common sense/বিবেক) যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া।
৪. বাপ, দাদা, আকাবের, মনীষীদের অন্ধ-অনুসরণ (তাকলিদ) না করা।

জীবন্তিকার পরবর্তী কাজ ও সংলাপ

আল্লাহ তা'য়ালার মানুষ ও ফেরশতাদের ক্লাস নেওয়া

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

অতঃপর তিনি আদমকে সকল ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে ঐ সকল ইসম সম্পর্কে বলো যদি তোমরা স্থিরচিত্ত (Constant) হয়ে থাকো।
(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অতঃপর তিনি (আল্লাহ) আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন' অংশের ব্যাখ্যা : এ কাজটি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা সব মানবরূহকে 'সকল ইসম' শিখিয়েছেন। প্রশ্ন হলো আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে 'ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছেন? ধরা যাক– আল্লাহ তা'য়ালা ক্লাস নিয়ে সকল কিছুর নাম তথা বেগুন, কচু, আলু,

টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শিখিয়েছেন। এ তথ্য আল্লাহ তা'য়ালার মতো সত্তার মর্যাদার সাথে যায় না।

বাস্তবে দেখা যায়– মানবজীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়/মানবাধিকার/বান্দার হক বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ লেখাপড়া না করলেও আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারে। বাকি তিন বিভাগের বিষয়গুলো জানতে হলে অবশ্যই কারো কাছ (মা, বাবা, শিক্ষক ইত্যাদি) থেকে তা শিখতে হয়।

আরবী ভাষায় 'ইসম' চার শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. বিশেষ্য/Noun (নামবাচক ইসম)
২. বিশেষণ/Adjective (গুণবাচক ইসম)
৩. সর্বনাম/Pronoun
৪. ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb)।

মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়/মানবাধিকার/বান্দার হক বিভাগের বিষয়গুলো গুণবাচক বিষয়। তাই, আয়াতটির প্রকৃত বক্তব্য হলো– আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, সকল মানবরূহকে মানবজীবনের গুণবাচক ইসম তথা ন্যায়-অন্যায়/মানবাধিকার/বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় শেখান। অতঃপর ঐ বিষয়গুলো কোনো না কোনোভাবে মানুষের বস্তুগত শরীরে দিয়ে দিয়েছেন। আর মানুষের বস্তুগত শরীরে বিষয়গুলো যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ .

কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ৭-৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে জন্মগতভাবে মানবমনে ন্যায়-অন্যায়, মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা বা বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় বোঝার একটি শক্তি/উৎস দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ শক্তি/উৎসটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক।

রূহের জগতে আল্লাহ তা'য়ালার ক্লাস নিয়ে মানবজাতিকে তাদের জীবনের শুধু ন্যায়-অন্যায়/মানবাধিকার/বান্দার হক বিভাগের বিষয়গুলো শেখানোর কারণ হলো– ঐ বিষয়সমূহ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। তাই, মহান

আল্লাহ এ বিষয়গুলো শেখানোর কাজটি অন্য কারো, এমনকি নবী-রসুলগণের হাতেও ছেড়ে দেননি। মানবজীবনের অন্য তিনভাগের বিষয় হলো মানবজীবনের পাথেয় তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয়।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) এবং **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বই দুটিতে আকল/Common sense/বিবেক এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি স্থিরচিত্ত (Constant) হয়ে থাকো' অংশের ব্যাখ্যা : শাহী দরবারে দ্বিতীয় একটি ক্লাস হয়েছিল ফেরেশতাদের নিয়ে। সে ক্লাসটিতে সকল ফেরেশতা উপস্থিত ছিল।

আলোচ্য কাজ হতে শিক্ষা

শিক্ষা-১

আকল/Common sense/বিবেককে জন্মগতভাবে পাওয়া তথা আল্লাহ প্রদত্ত প্রথম জ্ঞানের উৎস (ভিত্তি উৎস) হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষা-২

মানবজাতিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, ক্লাস নিয়ে মানুষকে বিভিন্ন জ্ঞান শেখাতে হবে।

পরবর্তী সংলাপ

ফেরেশতাদের উত্তর

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ .

তারা বললো, পূত-পবিত্র (নির্ভুল) আপনার মহান সত্তা, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে ফেরেশতারা জানায় যে– তারা সকল ইসম জানে না। কারণ, তাদেরকে সকল ইসম শেখানো হয়নি।

পরবর্তী বিষয়

মহান আল্লাহর আদেশে আদম আ.-এর ফেরেশতাদের ক্লাস নেওয়া

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ .

তিনি বললেন– হে আদম! তুমি তাদেরকে ইসমগুলো বলে দাও। যখন সে (আদম) তাদেরকে ইসমগুলো বলে দিলো, তখন তিনি বললেন– আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আমি অধিক জানি এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো ও গোপন করো তাও আমি (তোমাদের চেয়ে) অধিক জানি। (সুরা আল বাকারা/২ : ৩৩)

আলোচ্য সংলাপ ও ক্লাস নেওয়া থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

জ্ঞানের দিক থেকে ফেরেশতাদের তুলনায় মানুষ শ্রেষ্ঠ। আর এটিই সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। আর জ্ঞান মানুষের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্যের কারণ হবে।

শিক্ষা-২

নিজের শেখা বা জানা জ্ঞান অন্যকে জানানো তথা প্রচার করার (দাওয়াত দেওয়া) শিক্ষা।

শিক্ষা-৩

কোনো বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে তা অন্যকে শেখাতে হবে। তাইতো মানুষের তৈরি করা জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (Golden rules of education) হলো–

- I listen I forget- আমি শুনি আমি ভুলে যাই।
- I see I remember- আমি দেখি আমি মনে রাখি।
- I practice I learn- আমি অনুশীলন করি আমি শিখি
- I teach I master- আমি শিখাই আমি পাণ্ডিত্য অর্জন করি

পরবর্তী সংলাপ ও কাজ

আল্লাহ তা'য়ালার কথা এবং ফেরেশতাকুল ও ইবলিসের কাজ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ .

আর যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা (সম্মান) করো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা (সম্মান) করলো। সে (ইবলিস) অহংকার করলো ও অমান্য করলো। আর (ফলস্বরূপ) সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৪)

ব্যাখ্যা : প্রথমবার সিজদা (সুরা হিজর/১৫ : ২৯-৩১) না করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে অস্বীকারকারী বলে ঘোষণা করেননি, কিন্তু এবার করেছেন। এর কারণ হলো, প্রথমবার ইবলিসের আল্লাহর আদেশের বিষয়ে ভুল বোঝার সুযোগ ছিল। সে সুযোগটি হলো– ইবলিস আগুনের তৈরি। আর আল্লাহ ইবলিসের সামনে মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই, ইবলিস হয়তো মনে করেছিল তার মর্যাদা বেশি। এ জন্য ফেরেশতাদের সম্মান দেখানো (সিজদা করা) লাগলেও তার (ইবলিসের) লাগবে না, এমন ধারণা করার সুযোগ ইবলিসের ছিল। কিন্তু ক্লাসের পর, বাস্তব (সত্য) উদাহরণের ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞান অনেক বেশি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানার পর আল্লাহর আদেশের যৌক্তিকতার বিষয়ে ভুল বোঝার আর কোনো সুযোগ ছিল না।

এ সংলাপ ও কাজের শিক্ষাসমূহ

শিক্ষা-১

কুরআন থেকে একটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা-২

কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ব্যাকরণের গুরুত্ব খুবই কম। কিন্তু সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৩৪) নামক বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

শিক্ষা-৩

আল্লাহর আদেশ ওজর ছাড়া (ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশি মনে/অহংকার করে) অমান্য করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হয়। তাই এ সংলাপ থেকে- নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার নীতিমালা শেখানো হয়েছে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা-৪

আল্লাহর কাফির ঘোষণা দেওয়া ব্যক্তির কৃত সকল নেক আমল শূন্য হয়ে গেছে, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। সংলাপটি হতে জানা যায়– একজন জ্বিন যার ইবাদাতের আধিক্যের কারণে আল্লাহ তাকে নিজ শাহী দরবারে অবাধে যাতায়াত করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর একটিমাত্র আদেশ অমান্য করা তথা একটিমাত্র কবীরা গুনাহ করার কারণে সে জ্বিনকে আল্লাহ তা'য়ালা কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ জ্বিনের সকল নেক আমল শূন্য হয়ে গেছে বলে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই, এ সংলাপ ও কাজের অন্য একটি শিক্ষা হলো– একটিমাত্র কবীরা গুনাহ করার কারণে সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী মানুষেরও সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। তাই এ সংলাপের মাধ্যমে আমল মাপার নীতিমালা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে নীতিমালা হলো– গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ আমলনামায় একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামক বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তী ৩টি সংলাপ

আল্লাহর জিজ্ঞাসা, ইবলিসের উত্তর এবং আল্লাহর অভিশাপ ও নির্দেশ

- **আল্লাহর জিজ্ঞাসা**

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ .

(আল্লাহ) বললেন, হে ইবলিস! তোর কী হলো যে তুই সিজদাকারীদের (সম্মান প্রদর্শনকারীদের) সঙ্গী হলি না? (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩২)

- **ইবলিসের উত্তর**

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ .

সে বললো, আপনি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করতে (সম্মান প্রদর্শন করতে) পারি না।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৩)

- **আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ ও নির্দেশ**

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ . وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ .

তিনি বললেন, তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত। আর নিশ্চয় তোর প্রতি অভিশাপ শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত (চিরকাল)।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৪, ৩৫)

আলোচ্য সংলাপ ৩টি থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে ভুল স্বীকার করার (তাওবা করার) সুযোগ দিয়েছিলেন। সুযোগটি নিলে ইবলিসের বড়ো (কবীরা) গুনাহটি মাফ হয়ে যেত। কিন্তু ইবলিস সেটি গ্রহণ না করে ভুলের ওপর অবিচল থাকলো। তাই এ সংলাপের একটি শিক্ষা হলো– ভুল স্বীকার করলে তথা তাওবা করলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

শিক্ষা-২

শারীরিক গঠন, রং ও বংশ কোনো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল (তাকওয়া) হলো মাপকাঠি।

শিক্ষা-৩

একটিমাত্র বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) তাওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে নেওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বীনকে আল্লাহ বিতাড়িত ও অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন। আর বলেছেন তার জন্য অভিশাপ থাকবে দুনিয়া যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন।

তাই, এ সংলাপের একটি শিক্ষা হলো– একটিমাত্র কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে পরকালে গেলে স্থায়ী শাস্তি (চিরকাল জাহান্নাম) ভোগ করতে হবে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পরবর্তী ২টি সংলাপ

ইবলিসের চাওয়া ও আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন

- **ইবলিসের চাওয়া**

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ .

সে (ইবলিস) বললো– হে আমার রব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৬)

- **আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন**

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ . إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ .

তিনি বললেন– তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৭, ৩৮)

এ সংলাপ দুটি হতে শিক্ষা

ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্র কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামক বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পরবর্তী সংলাপ

ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ .

সে বললো– আপনি যেহেতু (মানবজাতির মাধ্যমে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো। (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আপনি যেহেতু (মানবজাতির মাধ্যমে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন' অংশের ব্যাখ্যা– অতাৎক্ষণিকভাবে ঘটা কথাটির অর্থ হলো- প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধানের ভিত্তিতে কোনো কিছু ঘটা। জীবন্তিকাটি রচিত হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'য়ালার প্রোগ্রাম করা ছিল যে– জানার পরও কেউ যদি তাঁর আদেশ অমান্য করে এবং তাওবার মাধ্যমে তা মাফ করিয়ে না নেয়, তবে তাকে স্থায়ী শাস্তি (জাহান্নাম) ভোগ করতে হবে। জ্বীন জাতি মানবজাতির আগের সৃষ্টি। তাই, এ ধরনের প্রোগ্রাম জ্বীন জাতির জন্য থাকা এবং ইবলিসের তা জানা থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই, আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা

হবে– যেহেতু মানবজাতির মাধ্যমে আপনার প্রণীত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি বিপথগামী হলাম।

'আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো' অংশের ব্যাখ্যা–
মুসতাকিম শব্দটির উৎপত্তি কা'মা (قَامَ) শব্দ থেকে, যার একটি অর্থ– স্থায়ী। তাই মুসতাকিম পথের অর্থ হবে স্থায়ী পথ। সরল বা সরল সঠিক পথ নয়। কারণ, আজকে যে পথটি সরল বা সরল সঠিক, নতুন আবিষ্কারের কারণে কয়েক বছর পর সে পথটি আরও সরল হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী পথ হলো সেটি, যার মূলনীতি কখনো পরিবর্তন হবে না। তাই, আয়াতটির আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা হবে– আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

সংলাপটির শিক্ষা

শিক্ষা-১

আল্লাহর প্রেরিত কিতাবে উল্লেখ থাকা আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, আদেশ, দেওয়া, করা, মেরে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কথার অধিকাংশ স্থানে ব্যাখ্যা হবে– অতাৎক্ষণিকভাবে ঘটা তথা আল্লাহর প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ঘটা।

শিক্ষা-২

মানুষের জন্য মহান আল্লাহ যে স্থায়ী জীবন পরিচালনার পথ দিতে যাচ্ছেন ঐ পথ থেকে বিপথে নেওয়ার জন্য ইবলিস সর্বক্ষণ চেষ্টায় থাকবে।

পরবর্তী সংলাপ

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'আমি (ইবলিস) নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে' কথাটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– ইবলিস

মানবজাতিকে জীবন পরিচালনার আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে।

'আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসেবে পাবেন না' কথাটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– ইবলিস চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানবজাতিকে জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে যেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রকৃত শোকর আদায়কারী না হতে পারে।

আল্লাহর শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত–

১. আল্লাহর শোকর না আদায় করা (অকৃতজ্ঞ) মানুষ।
২. আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের কল্যাণ জানা/উপলব্ধি করার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

ইবলিস ৩ নম্বর বিভাগের মানুষ তৈরি হতে বাধা দেবে। কারণ, ঐ মানুষেরা ইসলামের করণীয় বিষয়গুলোর কল্যাণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অকল্যাণ জানে। তাই, এদেরকে সে ধোঁকা দিয়ে বিপথে নিতে পারবে না। আর এ কাজটি করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো, জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ, এটি করতে পারলে– ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী যে যত জ্ঞানার্জন করবে তার তত ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। এর ফলস্বরূপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল হবে মানবজীবনের ব্যর্থতা বা চরম অশান্তি। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে দেখা যায়– ইবলিসের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে মানবজাতি আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের সঠিক অর্থ ও সে পথটি পাওয়ার পদ্ধতিও হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের প্রকৃত অর্থ হলো স্থায়ী পথ। আর ইবলিস অর্থ হিসেবে চালু করে দিয়েছে সরল বা সরল সঠিক পথ। স্থায়ী পথ এবং সরল বা সরল সঠিক পথের মধ্যে যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান তা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ পাওয়ার পদ্ধতি তিন স্তরে বিভক্ত–

প্রথম স্তর : আল্লাহর কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া।

(অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে থাকবে– সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি।)

দ্বিতীয় স্তর : সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্য সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা।

তৃতীয় স্তর : অনুসরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

স্তরসমূহ সহজে বুঝার উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা বাকারা/২ : ২৬)

বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সহজে ও চমৎকারভাবে বোঝা যায়। কম্পিউটার তৈরি করার সময় ইঞ্জিনিয়ারগণ যন্ত্রটিকে একটি বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) এবং কর্মনীতি (Programme) দিয়ে দেন। এরপর যেকোনো সময় নতুন জ্ঞান যোগ করতে পারলে কম্পিউটারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়। তখন কম্পিউটার আগের তুলনায় আরও অধিক বিষয়ের সঠিক সমাধান দিতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালাও জন্মগতভাবে মানুষের ব্রেইনে বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা (Processor) এবং কর্মনীতিসহ (Programme) একটি জ্ঞানের উৎস/শক্তি (রক্ত-মাংসের কম্পিউটার) দিয়েছেন। যার নাম হলো– আকল/Common sense/ বিবেক। এরপর কুরআন, সুন্নাহ, অর্জিত সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge), চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদির সঠিক জ্ঞান ঐ শক্তিতে যোগ করলে ঐ জ্ঞানের শক্তির বিশ্লেষণ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ঐ শক্তিটির কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য বিষয় বোঝা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা, সিদ্ধান্ত দেওয়া বা গ্রহণ করা, বিচার-ফয়সালা করা ইত্যাদি ক্ষমতা বেড়ে যাবে। ব্রেইনের এ অবস্থা মানুষের পুরো জীবন ধরে চালু থাকে।

পরবর্তী সংলাপ
ইবলিসের কথা

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ.

সে বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু (মানবজাতির কারণে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন তাই আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো। তবে তাদের মধ্যকার আপনার স্থিরচিত্ত বান্দাদের ছাড়া।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৯, ৪০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'অবশ্যই আমিও পৃথিবীতে তাদের কাছে (পাপ কাজকে) আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে তথা নিষিদ্ধ কাজটি করলে লাভ/কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব/কিছুকাল জাহান্নামে থেকে অনন্তকাল জান্নাত ইত্যাদি পাওয়া যাবে বলে ধোঁকা দিয়ে সকল মানুষকে বিপথে নেবে।

'তবে তাদের মধ্যকার আপনার স্থিরচিত্ত বান্দাদের ছাড়া' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : আরবী অভিধান অনুযায়ী মুখলিস (مُخْلِصٌ) শব্দের একটি অর্থ হলো স্থিরচিত্ত (Constant)। তাই আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেও ইবলিস আল্লাহর স্থিরচিত্ত বান্দাদের ধোঁকা দিতে পারবে না। কারা এই স্থিরচিত্ত বান্দা সেটি বর্তমান মুসলিমজাতিকে গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। স্থিরচিত্ত বান্দা হবে তারা যারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানবে। এ সকল মানুষদের কাছে ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে যতই আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুক না কেন তারা তা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা ঐ নিষিদ্ধ কাজটির বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ জানে। নিষিদ্ধ কাজের বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ এবং করণীয় কাজের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ জানার সাথে মানব শারীরবিজ্ঞান (Human biology) ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে।

মানবসভ্যতার বর্তমান কাল পর্যন্ত ইবলিসের এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সফলতার মাত্রা হলো–

১. কাওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে বিজ্ঞান না থাকা।
আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে হালকাভাবে হলেও সিলেবাসে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২. সারাবিশ্বের ইসলামী শিক্ষায় বিজ্ঞান অতিশয় গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে থাকা।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-১৩) নামক বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পরবর্তী সংলাপ

আল্লাহর কথা

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .

বিপথগামীদের মধ্যে যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) তোকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার অন্য বান্দাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার কোনো ক্ষমতা তোর থাকবে না।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৪২)

সংলাপটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

ইচ্ছাকৃতভাবে যারা ইবলিসকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া অন্য মানুষের ওপর ইবলিসের ধোঁকার শক্তি শতভাগ কার্যকর হবে না। ইবলিসের ধোঁকায় পড়ে মানুষের বিপথে যাওয়ার মাত্রা নির্ভর করবে– কুরআন, সুন্নাহ, অর্জিত সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge), চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদির সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির আকল/ Common sense/বিবেক কী পরিমাণ উৎকর্ষিত হয়েছে তার ওপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহ ব্যবহার করার পর সেগুলোর বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারার পরিধি ও গভীরতার ওপর। উপরিউক্তভাবে যার আকল/Common sense/বিবেক যত কম উৎকর্ষিত হবে সে তত বেশি ইবলিসের ধোঁকায় পড়বে।

পরবর্তী সংলাপ

আল্লাহর কথা

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ .

তিনি (আল্লাহ) বললেন, এটাই আমার কাছে স্থায়ী পথ।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৪১)

আলোচ্য সংলাপের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এটাই অর্থাৎ এ পর্যন্তকার ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে যে পথের ছবি মহান আল্লাহ জানালেন সেটাই হলো আল্লাহর কাছে মানবজীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ। ঐ পথের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো–

১. আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের শোকর আদায় করার পদ্ধতির স্তরসমূহ জানা ও মানার ভিত্তিতে শোকর আদায় করা।

২. ইবলিস মানবতার শত্রু হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং সে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করে মানুষকে আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

৩. ইবলিস শক্তি প্রয়োগ করে নয়, বরং ষড়যন্ত্র করে/ধোঁকা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

৪. প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদেরকে ইবলিস ধোঁকা দিতে পারবে না।

পরবর্তী সংলাপ

আল্লাহর কথা

وَقُلْنَا يَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৫)

সংলাপটির শিক্ষা

শিক্ষা-১

পৃথিবীর মানুষের খাদ্য তালিকা এবং সে তালিকা অমান্য করলে জালিম বলে গণ্য হওয়ার শিক্ষা। আর সে খাদ্য তালিকা হলো– কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে যা নিষেধ করেছে তা ছাড়া পৃথিবীর সবকিছু খাওয়া বৈধ।

শিক্ষা-২

আল্লাহর কিতাবের ১টি মাত্র আদেশ অমান্য করলেও ব্যক্তিকে জালিম (কবীরাগুনাহগার) বলে গণ্য হতে হবে।

পরবর্তী সংলাপ
আল্লাহর কথা

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى . اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى . وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى .

তখন আমি বললাম, হে আদম! নিশ্চয় সে তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের দুজনকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়; তাহলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে। নিশ্চয় তোমার জন্য এটা ব্যবস্থা থাকলো যে, তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র (উলঙ্গ) থাকবে/হবে না। আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত থাকবে না এবং রোদে ক্লান্তও হবে না।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৭-১১৯)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'হে আদম! নিশ্চয় সে তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের দুজনকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়; তাহলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস শয়তান (ও তার দোসররা) মানবজাতির শত্রু। তার কথা মানলে পৃথিবীতে মানবজাতিকে দুঃখ-কষ্ট পেতে হবে।

'তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র (উলঙ্গ) থাকবে/হবে না। আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত থাকবে না এবং রোদে ক্লান্তও হবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : জান্নাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে (সরকারিভাবে) অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান হলো মানবজীবনের মৌলিক চাহিদা। তাই এ অংশের শিক্ষা হলো– পৃথিবীতে মানবসমাজ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সে রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে জনকল্যাণমূলক। অর্থাৎ সে রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য কেউ কষ্টে থাকবে না।

পরবর্তী সংলাপ
ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ .

অতঃপর শয়তান ধোঁকা/তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে (মনের বিতর্কে) তাঁদেরকে উলঙ্গ করার অবস্থায় নিপতিত করার জন্য বললো– তোমরা দুজনে যাতে

ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো সে জন্য তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা : এ সংলাপের মাধ্যমে মনের বিতর্কে ধোঁকার (তথ্যসন্ত্রাস) মাধ্যমে আল্লাহর সরাসরি কথার বিপরীত কথা গ্রহণ করানো তথা মনের বিতর্কে উলঙ্গ করে দেওয়া ধরনের (লজ্জাকর) মাত্রায় হারিয়ে দেওয়ার জন্য শয়তানের কর্মপদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পদ্ধতিটিতে দেখা যায়– **প্রথমে** শয়তান আল্লাহর সরাসরি কথার বিপরীত অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করে। **তারপর** ঐ ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যা আদম ও হাওয়া আ.-কে গ্রহণ করানোর জন্য কল্যাণ তথা নেকী, সওয়াব বা অন্য কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থাপন করে।

আলোচ্য সংলাপের শিক্ষা

শিক্ষা-১

- **শয়তান ও তার দোসরদের মূল কর্মপদ্ধতির শিক্ষা**

দুনিয়ায় শয়তান ও তার দোসররা আল্লাহর প্রেরিত কিতাবে থাকা আল্লাহর বক্তব্যের বিপরীত কথা মানুষকে গ্রহণ করানোর জন্য দুটি স্তরে কাজ করবে–

প্রথম স্তর : আল্লাহর প্রেরিত কিতাবে থাকা আল্লাহর সরাসরি বক্তব্যের বিপরীত/ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করবে অর্থাৎ তথ্যসন্ত্রাস করবে।

দ্বিতীয় স্তর : ঐ অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রহণ করানোর জন্য নেকী, সওয়াব, কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জান্নাত পাওয়া ইত্যাদি কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে।

তথ্যসন্ত্রাসের কারণে মানবসভ্যতার সবচেয়ে ক্ষতি হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

.....وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.....

... ... আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়ে অনেক অধিক (ক্ষতিকর)। ... ... (সুরা আল বাকারা/২ : ১৯১)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

.....وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.....

... ... আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়েও গুরুতর। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২১৭)

শিক্ষা-২

- **বাস্তব ঘটনা তথা সত্য উদাহরণের মাধ্যমে তাত্ত্বিক (Theoretical) বিষয়গুলো শেখানো, বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার নীতির শিক্ষা**

ইতোমধ্যে উপস্থাপিত সংলাপের মাধ্যমে ইবলিস আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথে সর্বক্ষণ ওত পেতে থাকবে, চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করবে, কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেবে ইত্যাদি কথাগুলো তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়েছে। আর জীবন্তিকাটির আলোচ্য ও পরের বিষয়টির মাধ্যমে ঐ তাত্ত্বিক কথাগুলো, বাস্তব ঘটনা তথা সত্য উদাহরণের মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। তাই, এখান থেকে শিক্ষা হলো– কুরআন বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার প্রধান মাধ্যম হলো সত্য উদাহরণ। আরবী ব্যাকরণ নয়।

পরবর্তী সংলাপ

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ.

আর সে (শয়তান) তাদের দুজনের কাছে (আল্লাহর নামে) শপথ করে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২১)

এ সংলাপের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

ইবলিস (ও তার দোসররা) আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করানোর জন্য শুধু কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে ক্ষান্ত হবে না। সে তার ব্যক্তি সত্তাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দুটি কাজ করবে–

১. নিজেকে ভীষণ পরহেজগার/মুত্তাকী বলে ধারণা দেওয়ামূলক কথা বলবে বা অবয়ব নিয়ে হাজির হবে। যেমন–
   ক. আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলা।
   খ. দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, বিশেষ ধরনের পোশাকসহ উপস্থিত হওয়া।
   গ. আল্লামা, মুহাক্কিক, মাওলানা, পীর, বুজর্গ, কামিল ইত্যাদি খেতাবসহ উপস্থিত হওয়া।
   ঘ. বিলাতী, মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দেওবন্দী ইত্যাদি ডিগ্রীসহ উপস্থিত হওয়া।

২. নিজেকে মানুষের বড়ো কল্যাণকামী বলে পরিচয় দেওয়া। যেমন–
   ক. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। (বিদেশী ডিগ্রি হলে সুবিধা অধিক)।
   খ. মানবতাবাদী, সমাজকর্মী, গরীবের বন্ধু ইত্যাদি।

পরবর্তী সংলাপ
আল্লাহ তা'য়ালার জানানো ২টি তথ্য

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ..... ص

অতঃপর শয়তান (তথ্যসন্ত্রাস করে) তাদের উভয়কে স্খলিত করলো এবং তারা (জ্ঞানের) যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস কবলিত হয়ে আদম আ. ও হাওয়া আ. উভয়েই আল্লাহ তা'য়ালার সরাসরি বলা কথা তথা সরাসরি জানানো জ্ঞানে স্থির না থেকে গাছটির কাছে যান এবং সেটির ফল খেয়ে ফেলেন।

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۭ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

এভাবে সে (ইবলিস) তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদেরকে বিভ্রান্ত করলো। অতঃপর যখন তারা সেই গাছের (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জা জাগ্রত হলো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করিনি? আর আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২২)

ব্যাখ্যা : খাদ্যের বিষয়ে আল্লাহর আদেশের সরল অর্থের ইবলিসের করা বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যা শুনে আদম ও হাওয়া আ. প্রথমে মনের দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে যান। পরে ইবলিস যখন আল্লাহর কসম খায় এবং তাঁদের কল্যাণকামী বলে নিজের পরিচয় দেয় তখন আদম ও হাওয়া আ. বিভ্রান্ত হয়ে গাছটির কাছে গিয়ে সেটির ফল খান। অতঃপর মনের বিতর্কে ইবলিসের কাছে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া তথা শোচনীয় ধরনের হেরে গেছেন বুঝতে পেরে তাঁরা লজ্জা পান এবং নিজেদের চেহারাকে জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে আবৃত করার চেষ্টা করতে থাকেন।

'নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর পরিধেয় বস্ত্র খুলে পড়ায় আদম ও হাওয়া আ. উলঙ্গ হয়ে যায়। তখন তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের

লজ্জাস্থান ঢাকতে থাকেন' আয়াতটির প্রথম অংশের এ ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর কারণ হলো–

কারণ-১

ভুল বা অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে মানুষের শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কোন বিধান ইসলামে নেই।

কারণ-২

ইবলিসকে মানুষের শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করা বা শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাকে শুধু মনের বিতর্কে, তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

কারণ-৩

আগের একটি সংলাপের (সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৮, ১১৯) মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে উলঙ্গ থাকবে না/হবে না।

কারণ-৪

বিতর্কে কাউকে শোচনীয়/লজ্জাকর ধরনের হারিয়ে দেওয়া বিষয়টি বুঝানোর জন্য সারা বিশ্বে চালু একটি প্রবাদ হলো– উলঙ্গ করে দেওয়া।

আলোচ্য বিষয়ে বাইবেলের তথ্য

প্রচলিত বাইবেলের তথ্য হলো– হাওয়া আ. প্রথমে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আদম আ.-কে তা খেতে উৎসাহিত করেছিলেন। এ তথ্য সঠিক নয়। কুরআন অনুযায়ী তাঁরা দুজনে একসাথে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন।

এ সংলাপ ও কাজ থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস এত শক্তিশালী ও ব্যাপক হবে যে– অনেকক্ষেত্রে সে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যের সরাসরি বিপরীত কথা মানবজাতিকে গ্রহণ করাতে সক্ষম হবে।

শিক্ষা-২

লজ্জা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে তাঁদের চেহারাকে ঢাকতে থাকেন। লজ্জা পেলে চেহারা ঢাকতে হয় এ বিষয়টি তাদেরকে কেউ বলেনি বা শেখায়নি। তাহলে আদম ও হাওয়া আ. কোথা থেকে এ শিক্ষাটি পেলেন সেটি এক বিরাট প্রশ্ন।

প্রশ্নটির উত্তর হলো– এটি তাঁরা পেয়েছিলেন নিজেদের আকল/Common sense/বিবেক থেকে। যা প্রদান ও ব্যবহার করার অঙ্গীকার আদম ও হাওয়াসহ আ. সকল মানবরূহের কাছ থেকে পূর্বে আল্লাহ নিয়েছেন। আর এটি জ্ঞানের উৎস Common sense ব্যবহার করার প্রথম উদাহরণ।

শিক্ষা-৩

লজ্জা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কল্যাণকর বলেই এটি মানুষকে দেওয়া হয়েছে। তাই, যারা বলে বা বলতে চায় মানুষের জন্য লজ্জা বিষয়টি ভালো না বা লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার তেমন প্রয়োজন নেই তারা মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তথা মানবসমাজের ক্ষতি সাধনকারী। আর এ ক্ষতির বর্তমান উদাহরণ হলো যৌন অপরাধ ও AIDS রোগ।

পরবর্তী সংলাপ

আদম ও হাওয়া আ.-এর প্রার্থনা এবং আল্লাহ তা'য়ালার উত্তর

- **আদম ও হাওয়া আ.-এর প্রার্থনা**

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا سے وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

তারা দুইজন (আদম ও হাওয়া) বললো, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের (মনের) প্রতি জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৩)

- **আল্লাহ তা'য়ালার উত্তর**

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

তারপর আদম তার রবের কাছ থেকে (ক্ষমা প্রার্থনার) কয়েকটি বাক্য শিক্ষালাভ করলো (এবং তার মাধ্যমে তাওবা করলো), তখন তিনি তার তাওবা কবুল করলেন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।
(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৭)

সংলাপটি থেকে শিক্ষা

অনুশোচনা সহকারে তাওবা করলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

পরবর্তী সংলাপ

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

...... وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ .

আর আমরা বললাম– তোমরা (আদম, হাওয়া ও ইবলিস) নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। আর পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের (আদম ও হাওয়া) জন্য রয়েছে আবাস ও ভোগের সামগ্রী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৬)

এ সংলাপের শিক্ষা

শিক্ষা-১

মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময় পৃথিবীতে থাকতে হবে এবং ইবলিসও শত্রু তথা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাদের সাথে থাকবে।

শিক্ষা-২

পৃথিবীতে মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটানোর সকল জিনিসের উপাদান থাকবে, তবে তা আল্লাহর তরফ থেকে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় প্রস্তুত করা থাকবে না। মানুষকে গবেষণা করে তা ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করে নিতে হবে।

শেষ সংলাপ

আল্লাহর কথা

... ... فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

এরপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথ-নির্দেশিকা (Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

শেষ সংলাপটির শিক্ষা

শিক্ষা-১

আল্লাহর কাছ থেকে যুগে যুগে মানবজীবনের সব মৌলিক তথ্য, করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় (রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল তথ্য), ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় ইত্যাদি ধারণকারী কিতাব পৃথিবীতে যাবে। ইবলিসের ষড়যন্ত্র যত গভীর হোক না কেন যারা ঐ নির্দেশিকা/গ্রন্থ মূল ভাষায় বা অনুবাদ সরাসরি এবং বুঝে বুঝে পড়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে চলবে সে ব্যক্তিদের ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়ার কারণ থাকবে না।

শিক্ষা-২

ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার মানুষের আল্লাহর সাথে কথা বলে তথ্য/জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা থাকার শিক্ষা।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি যেভাবে জানা যায়–

আল কুরআনের কোথাও এ কথা নেই যে, আদম আ. তার সন্তানদের ইবলিসের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো পথনির্দেশিকা/কিতাব চেয়েছিলেন। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় জীবন্তিকার শেষ সংলাপটি মানবজাতির পিতা ও মাতার ভয় ও দুশ্চিন্তার জবাব হিসেবে বলা হয়েছে।

ভয় ও দুশ্চিন্তাটি ছিল এ ধরনের– আল্লাহ কর্তৃক দুনিয়ায় বসবাস করার আদেশ এবং সাথে ইবলিসের থাকার বিষয়টি জানার পর মানবজাতির পিতা ও মাতা আদম ও হাওয়া আ. মনে মনে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যান। তাঁরা ভাবছিলেন, ইবলিস ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস করে নবী ও নবীর স্ত্রীকে দিয়ে দুটি মারাত্মক বিষয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে–

১. আল্লাহর স্পষ্ট আদেশের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করানো।

২. জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো।

তাই ইবলিসের পক্ষে ষড়যন্ত্র করে তাদের সকল সন্তানকে বহু মৌলিক ভুল/মিথ্যা কথা গ্রহণ করিয়ে বিভিন্ন ধরনের কবীরা গুনাহ করানো এবং তার ফলস্বরূপ জাহান্নামে পাঠানো মোটেই কঠিন হবে না। মানবজাতির পিতা ও মাতার এ দুশ্চিন্তার জবাব হলো জীবন্তিকার শেষ সংলাপের বক্তব্য।

প্রশ্ন হলো আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতির পিতা ও মাতার ভয় ও দুশ্চিন্তার কথা জানলো কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এভাবে–

আল কুরআন

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ..... ط

'ওহী' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াতটির সরল অনুবাদ : কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরালে থেকে কিংবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

(সুরা আশ শুরা/৪২ : ৫১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : বিভিন্ন তাফসীরে আয়াতটির বিভিন্ন ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। কিন্তু তা প্রকৃত ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূরে। সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে প্রধানত এটি হয়েছে।

প্রকৃত ব্যাখ্যা (বর্তমান মানবসভ্যতার জ্ঞান অনুযায়ী) : আয়াতটিতে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি থেকে কথা আদান-প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে–

১. 'ওহী'-এর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসুলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন। আর নবী-রসুলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞান লাভ করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের 'ওহী'-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বোঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো SMS বা ক্ষুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায় আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে। মোবাইল ফোন প্রযুক্তি আবিষ্কার হওয়ার পর এটি বোঝা সহজ হয়েছে।

তাই আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝতে যে সকল বিষয় জানা থাকতে হবে–

১. মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি।
২. আল্লাহর সার্ভারে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর)।
৩. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তথা মানব শারীরবিজ্ঞান।

মোবাইল ফোনে SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি : SMS বা ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোনো একটি নাম্বারে যুক্ত থাকা মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় উক্ত নাম্বারের স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি

একই পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেয় বার্তাটির প্রাপকের নাম্বার যুক্ত থাকা মোবাইল সেটে। প্রাপকের সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে। প্রাপক উত্তর দিলে সে উত্তর একই পদ্ধতিতে স্যাটেলাইটের সার্ভার (Server) হয়ে বার্তাটি যে ব্যক্তি পাঠিয়েছে তার মোবাইল সেটে চলে যায়।

অর্থাৎ SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে– দৃশ্যমান কোনো বস্তুকে (অক্ষর/ছবি/চিহ্ন) সেন্সরের সাহায্যে সিগন্যালে পরিবর্তন করা যায় এবং দূরবর্তী কোনো জায়গায় বিশেষ রিসিভশন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে (মোবাইল সেট) সিগন্যাল রিসিভ করে পর্দায় তা দেখা যায়। মোবাইল প্রযুক্তির এই ক্ষুদে বার্তার এক মোবাইল থেকে আরেক মোবাইলে যাওয়া পর্যন্ত সকল চলাচল হয় আল্লাহর তৈরি ও মানুষের উদ্ঘাটন (Discover) করা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও Quantum entanglement কর্মনীতি (Programme) অনুসরণ করে।

আল্লাহর সার্ভারে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) : প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর হলো DNA (Deoxyribonucleic acid) নম্বর। এ নম্বর সকল মানুষের জন্য আলাদা আলাদা/অদ্বিতীয় (Unique)।

মানুষের ব্রেইন যেভাবে কাজ করে : মানব শারীরবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো, মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (ঢেউ) তৈরি হয়। প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী ওয়েভটির ধরনও ভিন্ন হয়। ছবি দেখুন–

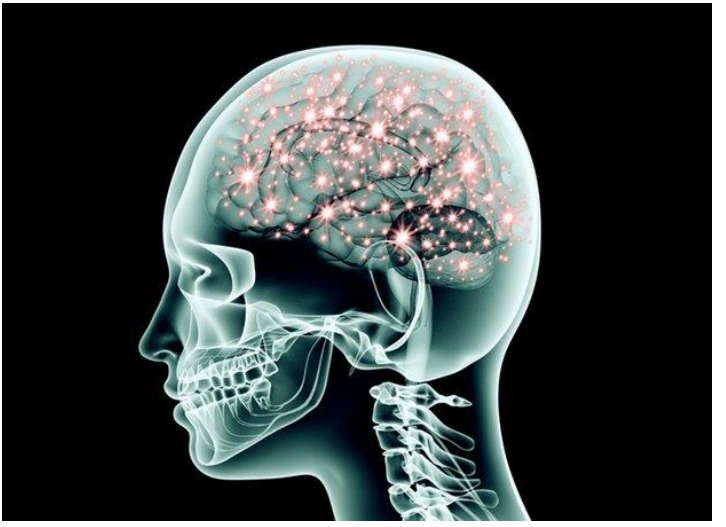

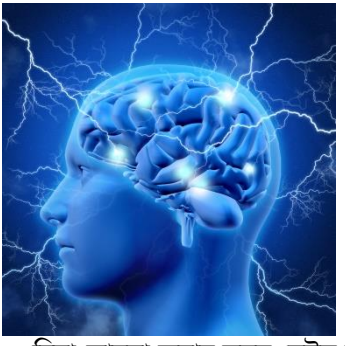

চিন্তা-ভাবনা করার সময় ব্রেইন হতে ওয়েভ বিচ্ছুরিত হওয়ার ছবি

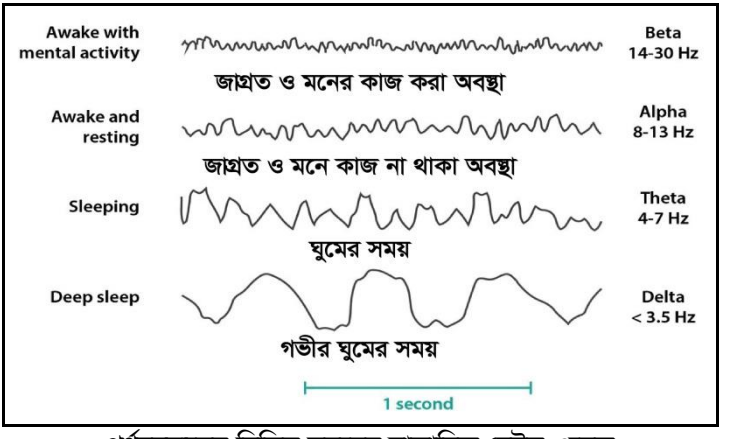

পূর্ণবয়স্কদের বিভিন্ন সময়ের স্বাভাবিক ব্রেইন ওয়েভ

স্বাভাবিক অবস্থার মনের কাজের ওয়েভ

মৃগী রোগীর মনের অবস্থার ওয়েভ

বর্তমানে ব্রেইন থেকে নির্গত বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি কী চিন্তা করছে তা বের করার যন্ত্রও মানুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে। তবে তা প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান পদ্ধতি : মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি, আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) এবং মানুষের ব্রেইন বিষয়ক উপর্যুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সামনে থাকলে আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ ওহীর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো–

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান হয় SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এ SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার (Server) এবং মানুষের ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলো এবং তার উত্তরও মেমোরি/ডাটাবেজ আকারে দেওয়া আছে। মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তৈরি হওয়া বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) আল্লাহর তৈরি করে রাখা সার্ভারে চলে যায়। আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ (Analysis) করে বুঝতে পারে মানুষটি কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন ID নম্বর (DNA নম্বর) থেকে প্রশ্নটি এসেছে। সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ ID নম্বর ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। মানবসভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বার্তা/জ্ঞান যাওয়া আসার পদ্ধতিটির নাম হলো Quantum entanglement। এখানে সময়ের পরিমাণ প্রায় শূন্য। অবশ্য এটি এখনো প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

আল্লাহর সাথে তথ্য আদান-প্রদানের এ বিষয়টি সংঘটিত হয় সম্পূর্ণ অতিপ্রাকৃতিকভাবে এবং ক্ষুদে বার্তা চলাচলকারী তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও Quantum entanglement পদ্ধতি তথা মোবাইল ক্ষুদে বার্তা (SMS) প্রদান এবং গ্রহণ পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতিতে।

তবে এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার যোগ্যতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা আকল যার যত উৎকর্ষিত হবে সে ঐ ক্ষুদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আকল উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা/উদাহরণ ও সত্য কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না–

১. গ্রহণযোগ্য হবে– কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ।

২. গ্রহণযোগ্য হবে না– কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি'** (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামের বইটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ . . . . . حَدَّثَنَا قُتَيْبَة . . . . . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

ইমাম বুখারী রহ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূল স. আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন– তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয় এবং সালাত শেষে যেন এই দু'আ পড়ে "হে আল্লাহ্! আমি আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি। আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ, আপনি পারেন আমি পারি না, আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া,

আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য এ কাজে আপনার নির্ধারিত কদর সহজ করে দেন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন। আর আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন। অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের কদরের ব্যবস্থা করুন সেটি যাই হোক না কেন। এরপর আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্ত করে তুলুন। তিনি বলেছেন– هَذَا الأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১০৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।
- প্রায় অভিন্ন ধরনের বক্তব্য ধারণকারী হাদীস হলো– আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭০৩; বায়হাকী হাদীস নং ১০৬০১; নাসায়ী (সুনানুল কুবরা), হাদীস নং ১০৩২২; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৪০ এবং তিরমিজি, হাদীস নং ৪০০।

অংশভিত্তিক অনুবাদ

ইমাম বুখারী রহ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ،

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন– রসূল স. আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

শিক্ষা :

১. ইস্তিখারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর জানানো জ্ঞান পাওয়া যায়। ইস্তিখারার মাধ্যমেও কথা আদান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ কাছ থেকে জ্ঞান পাওয়া যায়।

يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ،

তিনি বলেছেন– তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।

ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

অতঃপর এ দু'আ পড়ে– হে আল্লাহ্! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ،

আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি।

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ،

কারণ, আপনি (সকল) ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না। আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য ওটার (সফল হওয়ার) প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (জানা, বোঝা ও অনুসরণ করা) সহজ করে দেন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،

আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন (আমাকে তা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান দেন)।

وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي

অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের প্রোগ্রাম (জানা, বোঝা ও অনুসরণের) ব্যবস্থা করুন তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করুন।

قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

তিনি বলেছেন–هَذَا الْأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়–

১. ইস্তিখারা সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো– কোনো একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কল্যাণকর হবে কি না সেটি তিনকালের জ্ঞানের আধার আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে জেনে নেওয়া।
২. অতঃপর কাজটি শুরু করলে তাতে সফল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর যে প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা আছে তা জানা-বোঝার জন্য দিকনির্দেশনা চাওয়া।
৩. কাজটি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে যে ধরনের শক্তি দরকার তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।
৪. কাজটি কল্যাণকর না হলে সেটি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া এবং কল্যাণকর অন্য কোনো কাজ করার দিকে মনকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া।

আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলে জ্ঞান/তথ্য লাভ করার এ পদ্ধতি রাখার কারণ

ইবলিস নামের শক্তিশালী এক শয়তান তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে বিপথে নেওয়ার জন্য মানুষের পেছনে সর্বক্ষণ লেগে আছে। তাই, ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়ার একটি ব্যবস্থা। মানুষকে দেওয়া দয়াময় আল্লাহর সে ব্যবস্থাটিই হলো– আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার উপর্যুক্ত পদ্ধতি।

তাওবা কবুলের পরেও আদম ও হাওয়া আ. তথা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের কারণ

মানবজাতির পিতা ও মাতা ইবলিসের ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাসের কবলে পড়ে ভুল করার পর তাওবা করেন। তাওবা কবুল হওয়ার পরে আদম ও হাওয়া আ. তথা মানুষকে জান্নাতে থাকতে দেওয়া যৌক্তিক ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছেন।

এ থেকে বোঝা যায়–

১. মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'য়ালার আগেই নেওয়া ছিল।

২. দুনিয়ার জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক তথ্য, ইবলিসের মূল ষড়যন্ত্র ও তার পদ্ধতি এবং সে ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সহজভাবে মানবজাতিকে জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জীবন্তিকাটির বিভিন্ন সংলাপ ও কাজগুলো রচনা, মঞ্চায়ন এবং আসমানি গ্রন্থে লিখে রাখা হয়েছে।

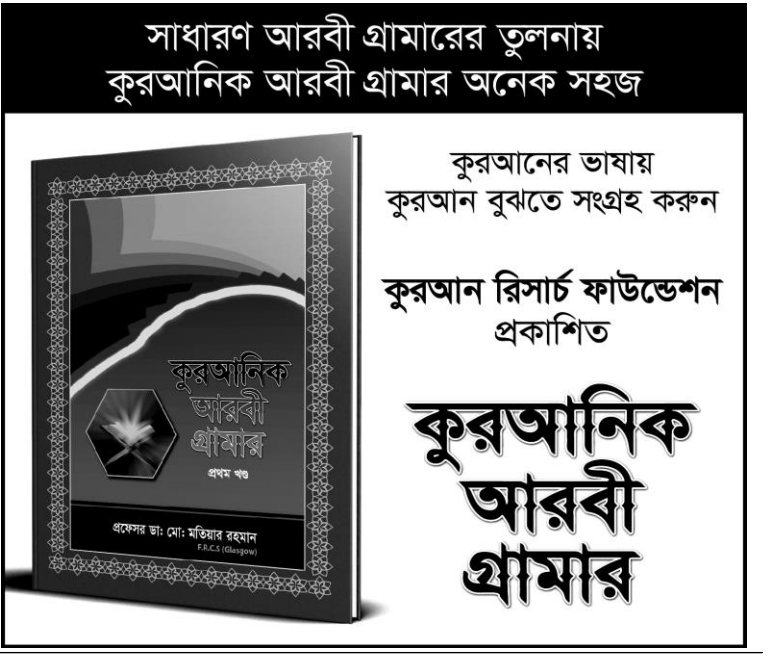

জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখার বিষয়ে ইসলাম

প্রচলিত মত

জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ।

প্রকৃত তথ্য

আকল/Common sense/বিবেক

জীবন্তিকার কল্যাণসমূহ–

১. জীবন্তিকার মাধ্যমে মানুষকে খুব সহজে একটি বিষয় শেখানো ও বোঝানো যায়।
২. জীবন্তিকার মাধ্যমে দেখা বিষয় মনে থাকে বেশি।
৩. জীবন্তিকা শিশুরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখে এবং তা তাদের মনে গেঁথে যায়।
৪. ভালো জীবন্তিকা দেখতে মানুষ বিরক্ত বোধ করে না।
৬. জীবন্তিকা মানুষকে বিনোদন দেয়।

তাই সৎ ও শিক্ষিত মানুষ এবং শান্তিময় সমাজ গঠনমূলক জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা আকল/Common sense/বিবেকসম্মত।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– সৎ ও শিক্ষিত মানুষ এবং শান্তিময় সমাজ গঠনমূলক জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা ইসলামসম্মত হওয়ার কথা।

আল কুরআন

তথ্য-১

আলোচ্য জীবন্তিকাটি আসমানি গ্রন্থে লিখে রেখেছেন আল্লাহ তা'য়ালা নিজে। এ জীবন্তিকায় মহিলা চরিত্রও আছে। আবার মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজে, নবী, নবী স্ত্রী ও ফেরেশতাকুল সেখানে ভূমিকাও রেখেছেন।

তথ্য-২

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ . فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(সুরা আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর ভিত্তিতে বলা যায়– রসুল স. জীবন্তিকা বিরোধী কথা বলতে পারেন না। কারণ, সেটি হতো কুরআন বিরোধী কথা। তাই, রসুল স. জীবন্তিকা বিরোধী কথা বললে সেদিনই আল্লাহ তাঁকে হত্যা করে ফেলতেন।

তথ্য-৩

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا .

বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না।

(সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– রসুল স. জীবন্তিকা বিরোধী কথা বলতে পারেন না।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- জীবন্তিকা সম্পর্কিত ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (আকল/Common sense/বিবেকের রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সৎ মানুষ ও শান্তিময় সমাজ গঠনমূলক পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা ইসলামসম্মত।

আল হাদীস

সংলাপ আকারে উপস্থাপন করা রসূল স.-এর অনেক হাদীস, হাদীসের গ্রন্থসমূহে আছে। তন্মধ্যে নিম্নের হাদিসে জিবরাইলটি বিশেষভাবে উলেখ্নযোগ্য–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإِيمَانُ قَالَ الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ . قَالَ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ . قَالَ مَا الإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ . ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ ﷺ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآيَةَ. ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ. فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ .

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মূসা'দ্দাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসুল স. জনসমুখে বসা ছিলেন এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন– 'ঈমান কী?' তিনি বললেন, 'ঈমান হলো– আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– 'ইসলাম কী?' তিনি বললেন, 'ইসলাম হলো– আপনি আল্লাহর ইবাদাত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরজ যাকাত আদায় করবেন এবং রমযানের সাওম (রোজা) পালন করবেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন– 'ইহসান কী?' তিনি বললেন, 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি আপনাকে দেখছেন।

ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন– 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন– 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি– বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড়ো বড়ো অট্টালিকা

নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এরপর রসূল স. এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন- (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে।" (সুরা লুকমান/৩১ : ৩৪) এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন, 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জিবরাইল আ.। লোকদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০
- হাদিসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– ইসলামে জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন করা, দেখানো ও দেখা নিষেধ হতে পারে না। জীবন্তিকা সম্পর্কে প্রচলিত কথা মুসলিম জাতিকে মানবতার শত্রু ইবলিস তথ্যসন্ত্রাস করে খাইয়েছে।

আল কুরআনে উল্লিখিত অন্যান্য জীবন্তিকা

আল কুরআনে বিশেষ বিশেষ ঘটনার তথ্যধারণকারী আরও জীবন্তিকা আছে। যেমন–

১. ইউসুফ আ.-এর জীবন সম্পর্কিত ঘটনা/কাহিনি।
২. খিজির আ.-এর ঘটনা।
৩. সোলায়মান আ.-এর ঘটনা।
৪. মুসা আ. ও ফেরাউন সম্পর্কিত কাহিনি ইত্যাদি।

ইসলামসম্মত জীবন্তিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ

জীবন্তিকা ইসলামসম্মত হতে হলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবশ্যই থাকতে হবে–

১. শিক্ষামূলক হতে হবে।
২. সৎ ও ভদ্র মানুষ গঠনমূলক হতে হবে।
৩. সুখ, শান্তি ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনমূলক হতে হবে।
৪. কোনো রকম অশ্লীলতা থাকতে পারবে না।
৫. শিষ্টাচার বহির্ভূত হতে পারবে না।
৬. সকল ধরনের শালীনতা বজায় রাখতে হবে।
৭. অহেতুক মারামারি কাটাকাটি (Violence) থাকবে না।
৮. নারী চরিত্র থাকতে পারবে। তবে যথাযথ পর্দায় থাকতে হবে।
৯. মিথ্যা কল্পকাহিনি থাকবে না।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

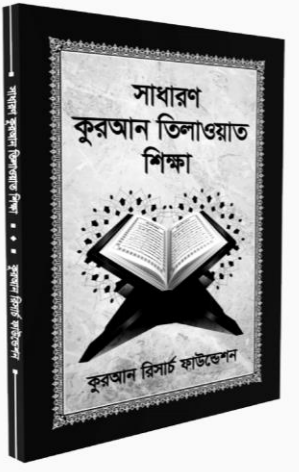

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

ইবলিস ও তার দোসরদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে শান্তিময় করতে বর্তমান মানবজাতিকে যা করতে হবে

১. কুরআনে থাকা মানবজাতির দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত এ জীবন্তিকাটি ও তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

২. দি মেসেজ (The Message) ছবির মতো ছবি তৈরি করে জীবন্তিকাটি প্রচার করতে হবে।

৩. আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআন এবং শেষ রসুল মুহাম্মাদ স.। তাই বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষকে কুরআন ও হাদীস সরাসরি পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

৪. যোগ্য ব্যক্তিদের যুগের জ্ঞানকে সামনে রেখে আল্লাহর সাথে কথা বলে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

৫. সাধারণ মুসলিমদের যুগের জ্ঞানের আলোকে লেখা কুরআনের অনুবাদ, তাফসীর ও রসুলের সুন্নাহ সরাসরি অধ্যয়নের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে তা অনুসরণ করতে হবে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (সচিত্র)'** যুগের জ্ঞানের আলোকে রচিত পৃথিবীর প্রথম অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।

শেষ কথা

প্রিয় পাঠকবৃন্দ

পুস্তিকার তথ্যগুলো পড়লে যেকেউই সহজে বুঝতে পারবে উপস্থাপিত জীবন্তিকা মুসলিম জাতি ও মানবতার জন্য অপরিসীম কল্যাণকর। তথ্যগুলো মানবজাতির জন্য মৌলিক বলে জীবন্তিকার সংলাপ আকারে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। কেউ যাতে সংলাপগুলো মালা গেঁথে প্রকৃত জীবন্তিকা বা চলচ্চিত্র তৈরি না করে সে জন্যই মনে হয় জীবন্তিকা বিরোধী নানা কথা মুসলিম সমাজে চালু করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই জীবন্তিকাটি রচনা করে মানুষের পড়ার জন্য আল কুরআনে লিখে রেখেছেন। এরপরও জীবন্তিকা বিরোধী নানা কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া থেকে সহজে বোঝা যায়, ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস কত শক্তিশালী। জীবন্তিকার শিক্ষাগুলো জানার পর আশাকরি মুসলিম জাতি জেগে উঠবে।

ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিলে খুশি হবো। সবার কাছে মন থেকে দোয়া চাই। আর মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস মোকাবেলা করার মতো শক্তি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতাকে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবি-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের ৪২টি বই

সাথে ২টা বই একদম ফ্রি !

ডেলিভারি চার্জসহ **১৮০০** টাকা মাত্র

দেশের যেকোনো প্রান্তে ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০, ০১৯৪৪ ৪১১৫৫৮, ০১৯৭৭ ৩০১৫১১

For Online Order : **www.shop.qrfbd.org**